

রিমঝিমের বাংলাদেশ

(একটি রাজনৈতিক কল্পকাহিনী)

-জাহেদ আহমদ

worldcitizen73@yahoo.com

একঃ

রাত সাড়ে দশটা। ভেতর থেকে নিজ রুমের দরজা বন্ধ করে রিমঝিম বিছানায় এসে বসল। হাতে পেনসিল, বিশেষ নোটবুকটি সামনে খোলা। তৃতীয় পাতায় রিমঝিম আরেকটা ক্রস বসাল, অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে ও। বাপিকে সে সবসময় স্টার দিতে চায়, কিন্তু পারে না কারণ- বাপির অনেক আচরণই তার অপছন্দ। মাসের বিশতম দিন আজ। বাপি সর্বমোট ক্রস পেয়েছে ১৫টা, স্টার মাত্র ৫টা; পক্ষান্তরে মামণি স্টার পেয়েছে ১৭টি, ক্রস ৩টি (তিনদিনই রিমঝিমকে টিভি দেখতে না দেয়ার কারণে)। নোটবুকে এ ভাবেই বাপি, মামণি এবং তার নিজের 'ভালমন্দ' কাজের হিসেব রাখে রিমঝিম প্রতিদিন। গত কয়েকমাস থেকেই কাজটা সে নিয়মিতভাবে করে আসছে। প্রথম পাতায় মামণির, দ্বিতীয় পাতায় তার নিজের এবং তৃতীয় পাতায় বাপির হিসাব। এর বাইরে ও অবশ্য একটি বিশেষ পাতা বরাদ্দ রয়েছে। তবে আপাতত মজার ব্যাপার এই, এ পর্যন্ত এ মাসে সে নিজেকে ক্রস দিয়েছে ৫টি, স্টার ১৫টি। বোঝাই যাচ্ছে, 'ভালমন্দ' বিচার জ্ঞানে ধানমন্ডির স্কলাশটিকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের থার্ড স্ট্যাডার্ড এর ছাত্রী রিমঝিম মুশতারী একেবারে অবুঝ নয়।

দুইঃ

দেশের একজন সুপরিচিত ও প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রীর একমাত্র মেয়ে রিমঝিম। তবে 'এলিট' পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে অনুপস্থিত। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখা-পড়া করা সত্ত্বে ও বাংলা নাচ-গান, নাটকের সে একজন সিরিয়াস ভক্ত। বছর তিনেক আগে বাবা-মার সাথে খুলনায় সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে রিমঝিম ঢাকায় ফিরতে চায়নি। 'এখানে আমাদের একটি বাড়ি করে নাও না কেন?' বাপিকে সে আবদার জানিয়েছিল। নুরুজ্জামান অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। বুঝতে বেগ পেতে হয়নি, আধুনিক পরিমন্ডলে জন্ম নিলে ও মেয়েটি তাঁর অন্যরকম। এর রক্তমাংশে এ দেশীয় মাটি ও মানুষের প্রতি টানের পরিমাণ অনেক গভীর। সম্ভবত বাপের চেয়ে মায়ের জিণের ভূমিকাই বেশী এ ক্ষেত্রে। একসময় ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন ক্লাসের সহপাঠিনী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর একজন বিশ্বস্ত সতীর্থ উদিতা ইয়াসমীনকে। সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মিলিটারি শাসক এরশাদ তখন ক্ষমতায়। 'স্বৈরাচার বিরোধী' আন্দোলন তখন তুঙ্গে। রোমানস, ভালবাসা নিয়ে নষ্ট করার মত সময় হাতে একেবারেই নেই। তথাপি নুরুজ্জামান-উদিতা, দুজনেই জানতেন ভালবাসা বরাবরই দুর্নিবার, পরিস্থিতির তোয়াক্কা করে চলে না। এর মধ্যেই একদিন প্রত্যুষে জসীম উদ্দীন হলে সরাসরি নুরুজ্জামানের রুমে হাজির উদিতা। হাতে ছোট একটি স্যুটকেস।

-বাবা সব জেনে গেছেন। আমি ও সাফ সাফ যা বলার বলে দিয়েছি। আর ফিরে যাব না। নুরুজ্জামানের চোখে চোখ রেখে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললেন উদিতা।

-মানে? নুরুজ্জামানের তখন বিস্ফোরিত দৃষ্টি।

-মানে আবার কি? রেডি হও তাড়াতাড়ি। কাজী অফিসে যেতে হবে আমার সাথে। ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন উদিতা।

নুরুজ্জামান তখন ও ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বলে কি এই মেয়ে? যে নুরুজ্জামানের চোখের ইশারায় কর্মীরা ঢাকার রাজপথে মুহূর্তের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দিতে পারে, তাঁকে রীতিমত নির্দেশ দিচ্ছে সামান্য একজন মেয়ে! অবশ্য, এই না হলে প্রেম। সেদিনই নুরুজ্জামান উদিতা ইয়াসমীনকে কবুল করেন জীবনসার্থী হিসেবে। বিয়ের পর উদিতা আর নাম পালটাননি। নুরুজ্জামান ও সাধাসাধি করেননি। উদিতার স্বাতন্ত্র্যবোধ-এর ব্যাপারটা তার খুব ভাল জানা। আর উদিতাকে ভালবাসার পিছনে এটি ও একটি অন্যতম কারণ। রিমঝিম সেই মায়ের গর্ভে জন্মেছে। রিমঝিমের নাম রাখার সময় অবশ্য নুরুজ্জামান স্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন পুরো নামটি 'রিমঝিম মুশতারী' না রেখে 'রিমঝিম জামান' রাখা হয়। উদিতা রাজী হননি। 'মেয়েতো আমার ও। তাছাড়া, নিশ্চয়ই আমরা চাই মানুষের কাছে রিমঝিমের প্রথম ও প্রধান পরিচয় হউক, একজন ভাল মানুষ; কোন ভি-আই-পির মেয়ে নয়।' নুরুজ্জামান খোঁচাটা ঠিকই বুঝেছিলেন, তবে এ নিয়ে কোন কথা ওঠাননি। কারণ তিনি জানেন, বেশি কথা তুললে তাঁর অস্তিত্বের সংকট দেখা দিবে, এবং তা নিজের কাছেই। বিত্ত, বৈভব, ভি-ভি-আই-পি স্ট্যাটাস সবই ম্লান মনে হয় যখন উদিতা কখন ও কখন ও তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'দেশটাকে নিয়ে আর কত কাল খেলবে, তোমরা?' যে নুরুজ্জামান সাংবাদিকদের অনেক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখে ও কখনো নার্ভাস হন না, বরং সু টি-টাই পরে চোখে চশমা পরা অবস্থায় ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে তিনি যে স্টাইলে প্রেস ফেস করেন, তা দেখে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ইম্প্রসড; সেই তাঁর মুখখানি মুহূর্তেই ফ্যাকাশ হয়ে যায় স্ত্রীর মুখে এমন প্রশ্ন শুনে। নুরুজ্জামান মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবেন, কি করে এ সম্ভব হল। তাঁদের চিন্তা চেতনার এত অমিল সত্ত্বে ও এতদিন এক সাথে ঘর করা? উত্তর আর দক্ষিণ মেরু, কিংবা তেল-জলের মিলন। অবশ্য প্রেমের দিনগুলিতে কেবলই মনে হয়ে হয়েছে, উই আর মেইড ফর ইচ আদার। অন্য মেয়ে হলে হয়তো এতদিনে এ রকম অবস্থায় স্বামীকে ছেড়ে চলে যেত। উদিতা যাননি। জেদ। সেই যে একবার অধ্যাপক পিতার কাছ থেকে চলে এসেছিলেন, আর সেখানে পরাজিত মুখে ফিরে যেতে চান নি। এই কারণে উদিতার প্রতি নুরুজ্জামানের একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও রয়েছে মনে। একজন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী হয়ে ও উদিতার মানস, পছন্দ, অপছন্দ ষোল আনাই সাধারণ বাঙালী ধরণের। মন্ত্রী-আমলা-এমপিদের স্ত্রীরা সুযোগ পেলেই যেখানে বিদেশ ভ্রমণ ও শপিং এ ছুটেন সরকারী সুযোগ সুবিধায়, উদিতা সেখানে ঘুরতে যান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এমনসব জায়গায় যেখানে আগে যাননি। একবার সিলেটের খাসিয়া উপজাতি এবং তাঁদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি তাঁকে এত আকৃষ্ট করেছিল যে সেখানকার অভিজ্ঞতার উপর ইংরেজীতে একটি বই ও লিখেছেন। তবে অন্যদের মত এসব নিয়ে প্রচার তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। রিমঝিমতো তারই মেয়ে। আমেরিকাতে বড় হওয়া (জন্ম বাংলাদেশে) ওর এক কাজিনের সাথে রিমঝিম ছয় মাস কথা বলেনি কারণ ওই কাজিনটি কথা প্রসঙ্গে বাংলাদেশকে 'এ পুওর এন্ড ডার্ট ল্যান্ড' বলেছিল। 'মা, ওদের বলে দাও, কোনদিন যেন আমাদের

বাংলাদেশে না আসে,’ রেগে লাল হয়ে মার দিকে তাকিয়ে কথাগুলি বলেছিল রিমঝিম সেদিন।

তিনঃ

প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান বসে আছেন তাঁর দফতরে। মাথার ঠিক উপরে ঝুলানো রয়েছে প্রধানমন্ত্রী (‘ম্যাডাম’) ও প্রাক্তন ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি’ এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতির ছবি। সরাসরি ‘ম্যাডামের’ ছবির দিকে তার তাকানো লাগছে না, তথাপি তিনি তটস্থ বোধ করছেন। মন্ত্রনালয়ের দফতর এবং দফতরের বাইরে জাগ্রত অবস্থায় অধিকাংশ সময় যাঁদের চেহারা তাঁকে মনে রাখতে হয়, তাঁরা হচ্ছেন ‘ম্যাডাম’ এবং ‘ম্যাডাম তনয়’ (দুষ্ট লোকেরা বলে ‘যুবরাজ’, দলীয় নেতা-কর্মীরা অবশ্য তাকে ‘দেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবেই সম্বোধন করতে ভালবাসে কারণ তাতেই তিনি খুশী হন)। যদি ও এ পর্যন্ত উভয়েই প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামানের কাজে প্রচণ্ড সন্তুষ্ট, তথাপি নুরুজ্জামান জানেন, পান থেকে চুন খসলেই পরিণতি কী মারাত্মক হতে পারে। কোন কোন দলীয় কর্মী ও সাংবাদিকরা প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামানকে ‘উদীয়মান রাজনীতিক,’ ‘চৌকস মন্ত্রী’ হিসেবে আখ্যা দিলে ও তিনি জানেন, এ পর্যন্ত ভাল-মন্দ ‘প্রশংসা’ কুড়ানোর মত তিনি যা করতে পেরেছেন তা সবই মূলত ‘যুবরাজের’ নেকদৃষ্টি ও ‘সুপারামর্শের’ কারণে। পুলিশ, আর্মি, বিডিআর নিয়ে বিশেষ বাহিনী গঠন, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের বিশেষ নেতা-কর্মীদের তালিকা তৈরী, ক্রস-ফায়ারে হত্যার লিস্ট, বাংলা ভাইকে আড়াল করা এবং সময়মত গ্রেফতারের নাটক সবই ‘যুবরাজের’ উর্বর চিন্তার ফল। দলীয় নেতা-কর্মীরা এ নিয়ে তাঁকে বাহবা দিলে নুরুজ্জামান খুবই বিব্রত বোধ করেন। মুখ খুলে বলতে ও পারেন না, স্বয়ং যুবরাজের নিষেধ আছে। এতদসত্ত্বে ও নুরুজ্জামানের নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। দলে তাঁর মত আর ও অনেকেই ছিল, আছে; কিন্তু ‘ম্যাডাম’ তাঁকেই দিয়েছেন বিশেষ মন্ত্রনালয়ের গুরুদায়িত্বটি। নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে বিশেষ একটা কিছু ‘গুণ’ আছে। না হলে রিন্টু, কালু ভাই ও তো দলের প্রভাবশালী এমপি, কিন্তু তাঁদের ভাগ্যেতো প্রতিমন্ত্রীর পদ জোটেনি। ‘টু ডিল উইথ এ ক্রিমিনাল, যু হ্যাভ টু বি ওয়ান,’ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার দিনই নুরুজ্জামানকে ‘যুবরাজ’ মুচকি হেসে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। খানিকটা লজ্জা পেয়েছিলেন নুরুজ্জামান। তাহলে আমার আসল যোগ্যতা বলতে আর কিছুই নেই? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। এক সময় দলের ‘ক্যাডার’ হিসেবে পরিচিতি থাকলে ও এখন তো তাঁর আলাদা একটা ইমেজ রয়েছে। ‘যুবরাজের’ মনতব্যকে অবশ্য তিনি শুভেচ্ছা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তবে কথাটি ‘যুবরাজ’ লিটারেলি মিন করলে ও করার কিছুই ছিল না। জলে বাস করতে হলে কুমিরের আশীর্বাদ নিয়েই বাঁচতে হবে।

বিকেল চারটা। কিছুক্ষন আগে শিল্প মন্ত্রনালয় থেকে ‘মাওলানা’ সাহেবের ফোন এসেছিল। জরুরী এবং প্রাইভেট আলাপ, তবে তা রাজনৈতিক। ‘ফাইলগুলো সরানো হয়েছে কি-না,’ আবার ও মাওলানা সাহেব জানতে চেয়েছেন। গত এক সপ্তাহে এ নিয়ে অন্তত চারবার ফোন করেছেন ‘মাওলানা’। বাংলা ভাই-শায়েখ রহমান, অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ এর উপর হামলা, সিলেটে মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, রাজশাহীর প্রফেসর ইউনুস মার্ভার, প্রিন্সিপাল গোপালকৃষ্ণ মুহুরী-র মার্ভার, চট্টগ্রামে ধৃত অস্ত্রের চালান সম্পর্কিত ফাইলগুলির ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন উদগ্রীব ‘মাওলানা’। আর কিছুদিন পরেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে ক্ষমতায়। বাংলা ভাই, শায়েখ রহমান এবং অন্যান্য হামলার ভাড়াটে ক্রিমিনালেরা তাদের জবানবন্দীতে ‘মাওলানা’

সাহেবের দলকে জড়িয়ে যেসব কথা গোয়েন্দাদের কাছে বলেছে, সেসবের কোন প্রমাণ রেখে যেতে চান না 'মাওলানা' সাহেব ক্ষমতা ছাড়ার সময়ে। এটি কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় নয়, পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। একটি ফাইল ও জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে গেলে দলের 'আমীর' হিসেবে 'মাওলানা'কে এ জন্য ইতিহাসে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। 'ফাইলগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলেছি এবং আমি নিজে সেসময় উপস্থিত ছিলাম,' আবার ও 'মাওলানা'কে আশ্বস্ত করলেন নুরুজ্জামান। অবশ্য এ জন্য তাঁকে মিথ্যা বলতে হয়নি একবর্ণ ও। তথাপি মনে মনে হাসেন প্রতিমন্ত্রী। ফাইল ঠিকই সরানো হয়েছে তবে তা গিয়েছে মন্ত্রনালয় থেকে 'বিশেষ ভবনে', স্বয়ং 'যুবরাজ' এগুলি নিজের কাছে রাখতে চান, কারণ- রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু-মিত্র বলতে কিছু নেই।

বাসায় ফেরার সময় হয়েছে। কাল ভোরে একবার নির্বাচনী এলাকায় যেতে হবে। ওখানে দলের দুই গ্রুপের আভ্যন্তরীণ কৌন্দল নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে। সামনেই ইলেকশন। এটা মোটে ও ভাল লক্ষণ নয়।

চারঃ

রিমঝিমের আজ ভারী মন খারাপ। বাপিকে কয়েকটা ছেলে অত্যন্ত বাজে ভাষায় গালিগালাজ করেছে। একটা ছেলে বাপিকে উদ্দেশ্য করে বলেছে 'শালা নেতা, না একটা চোর!'। সাথে সাথে অবশ্য বাপির দলের অন্যান্য ছেলেরা ঐ ছেলেটিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং বাপির কাছে মাপ চেয়েছে। এসবই তাকে দেখতে হয়েছে যখন সে বাপির সাথে আজ সকালে (শুক্রবার, স্কুল বন্ধ) রাজধানীর বাইরে বাপির নির্বাচনী এলাকায় গিয়েছিল। *বাপি চোর হয় কি করে?* নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে রিমঝিম। 'চোর' মানে হ্যাংলা-পাতলা শরীর, আধ-ময়লা ও নোংরা পোশাকের দরিদ্র কোন একটা ছেলে বা মেয়ে যেমনটি সে একবার দেখেছিল ভোর বেলা স্কুলে যাওয়ার সময়ঃ পাশের বাসার দারোয়ান ও পাড়ার কয়েকজন লোকজন মিলে ষোল-সতের বয়সী একটা ছেলেকে প্রচণ্ড মারধর করছিল। ছেলেটি নাকি ঐ বাসায় কাজ করত এবং ঐ দিন ভোরে বাড়িওয়ালার ছোট মেয়েটির একটি স্বর্ণের চেইন চুরি করে পালাতে যাচ্ছিল। *বাপি কি ও রকম করে কার ও কিছু চুরি করেছে?* না, হতেই পারে না। বাপি মাকে পছন্দ করে না, কষ্ট দেয়, এই জন্য রিমঝিম বাপিকে ক্রস দেয়, কিন্তু তার মানে কি এই যে, বাপি একজন 'চোর'? রিমঝিমের মনে পড়ে, মা একবার রাগ করে বাপিকে 'লুটেরা' বলাতে বাপি মাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে চেয়েছিল। 'লুটেরা' আর 'চোর' কি এক? মার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কোন একসময়।

পাঁচঃ

এবারের নির্বাচন অন্যান্যবারের চেয়ে আলাদা এবং তা অনেকগুলো কারণে। একদিকে জোটবদ্ধ দেশের 'জাতীয়তাবাদী' এবং 'ইসলামপন্থী' বলে দাবীদার এমনসব দল যারা বাংলাদেশ জন্মের বহু আগে, সেই পাকিস্তান আমলেই একাধিকবার (বাহান্ন, চুয়ান্ন, বাষট্টি, শেষট্টি, উনসত্তর) প্রমাণ দিয়েছে যে, ইসলাম বলতে তারা বুঝে অন্ধ-বিদ্বেষ এবং কেবলই রাজনৈতিক কারণে সকল প্রকার প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা এবং আন্দোলনের বিরোধিতা। এদের দৃষ্টিতে মাওলানা ভাসানীর মত আপাদমস্তক একজন খাঁটি মুসলমান ও ছিলেন 'কম্যুনিস্টের দালাল,' জ্ঞান তাপস ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন 'হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতি'র প্রতি অনুরক্ত। এদেরই পূর্বসূরীরা একসময় বিদ্রোহী

কবি কাজী নজরুলকে 'কাফের-নাস্তিক' অভিধায় ভূষিত করেছিল। শেরেবাংলা, শেখ মুজিব প্রমুখ এদের দৃষ্টিতে ছিলেন 'হিন্দু ভারতের দালাল।' এদেরই উত্তরসূরীরা আজ বাংলাদেশের প্রশাসন ও প্রশাসনের বাইরে সকল জায়গায় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক। তাদেরকে ক্ষমতার এই সুযোগ করে দিয়েছে 'জাতীয়তাবাদী' চেতনার দাবিদার বলে একটি দল ও গোষ্ঠী, যাদের জন্ম হয়েছে মিলিটারি, ক্যান্টনমেন্ট এর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়; কোন গণ আন্দোলনের মুখে নয়।

অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে রয়েছে আরেকটি গোষ্ঠী, যাঁরা এ দেশ সৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজ্বল অধ্যায়টির নেতৃত্ব এবং আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তবে এই গোষ্ঠীটি পরাধীন জাতির অধিকার আদায় এবং মনন-চেতনা বুঝার লড়াইয়ে সফল হলে ও এঁরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা (যা মূলত সাধারণ ভাত-কাপড়ের দাবী এবং একটু নির্বাঞ্জাট শান্তিপূর্ণ জীবন) পূরণের কাজটিতে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে। জনগণ তাই এদেরকে ও মসনদে স্থায়ী করেনি। করাটা উচিৎ ও হত না। আবার এদের বাইরে ও আছে একদল, যাঁরা এক সময় সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবের স্বপ্নে ছিল বিভোর, হাজার হাজার তরুণকে এরা বিপ্লবের মন্ত্রে আবিষ্ট ও করেছিল; কিন্তু কালক্রমে প্রমাণিত হল- এসব তথাকথিত বিপ্লবীরা আসলে এদেশে বিদেশী কিছু গৎবাঁধা ইউটোপিয়ান আদর্শের বাণিজ্যিক প্রচারক এবং মুখপাত্র বৈ আর কিছুই ছিল না। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের আলোকে এঁরা এঁদের চিন্তাচেতনাকে টেলে সাজাতে ছিল অপারগ, অক্ষম। যখনই তাই বহির্জাত আদর্শটি আন্তর্জাতিক অংগনে মার খেয়েছে, এদেশীয় এজেন্টরা রাতারাতি নিজেদের অবস্থান পালটেছে। এঁদের কেউ মিলিটারি শাসকের আনুকুল্যে নিয়েছে 'গৃহপালিত বিরোধী দলে'র ভূমিকা, কেউ বা 'জাতীয়তাবাদী' ও 'ইসলামপন্থী'দের ঝাড়া কাঁধে তুলে নিয়ে হয়েছে মন্ত্রী-এমপি। রাজনীতিকদের বাইরে মানুষের আশার স্থল ছিল দেশের 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।' কিন্তু দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্য, পদ-বিত্তের লোভ এঁদের কাছে ও এতটাই প্রধান হয়ে ওঠল যে, এঁদের ও মেরুকরণ ঘটল লাল, গোলাপী, সাদা ইত্যাদি ব্যানারে। 'জাতির বিবেক' বলে যাঁদের পরিচিত হওয়ার কথা, তাঁরা হয়ে গেলেন ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলের পদলেহী চামচা।

এই হচ্ছে এদেশের রাজনীতির বাস্তবতা। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই তাই বীতশ্রদ্ধ। তাঁরা কাকে ছাড়বে, আর কাকে বিশ্বাস করবে। মানুষতো এ পর্যন্ত রাজনীতির রংগমঞ্চে একেবারে কম ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখেনি। সাধারণ মানুষের ভাগ্য ঘুরপাক খাচ্ছে বার বার একই বৃত্তে। যতদিন মানুষের মাঝে এই শূণ্যতা বিরাজ করবে, 'জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থী'দের রাজনীতিতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

মন্ত্রনালয়ে নিজ কক্ষে বসে কথাগুলি ভাবছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান। আপাতত তাঁর এবং তাঁর দলের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমেরিকা সুপ্রসন্ন কেননা, ইরাক যুদ্ধের কারণে মুসলিম দেশগুলিতে আমেরিকার ইমেজের বারোটা বেজেছে। স্বয়ং আমেরিকার পত্র-পত্রিকা ও এ বিষয়ে লিখছে। এ সময় আমেরিকা মুসলিম দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে 'সুসম্পর্ক' বজায় রাখতেই বেশি আগ্রহী। আমেরিকা ইতিমধ্যে সে রকম ইঙ্গিত ও দিয়েছে। তবে খোলাখুলি কারচুপি যেন না হয়, সে ব্যাপারে আমেরিকা সজাগ থাকতে বলেছে। 'ম্যাডাম,' 'যুবরাজ,' ইতিমধ্যে 'মাওলানা' সাহেব এবং অন্যান্য শরিক দলগুলোর সাথে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছেন। 'মাওলানা' সাহেব অবশ্য এ ক্ষেত্রে বেশ

আত্মবিশ্বাসী। দেশের প্রায় আশি শতাংশ নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে যারা নিয়োগ পাবে, তারা ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে পরিচিত তাঁর দলের ছেলেরা। বিগত পাঁচ বছরে ক্ষমতায় থাকা কালে এই একটি ব্যাপার তিনি সর্বদা মাথায় রেখেছেন। বেছে বেছে দলের ছেলেদের থানা-জেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়েছেন। কাজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে কত আর চেঞ্জ করবে? 'ম্যাডাম আপনি নিশ্চিত থাকুন, ইসলামী জোশ ও আদর্শে বলিয়ান জাতীয়বাদী সরকার আবার ও ক্ষমতায় আসছে,' শরিক দলের বৈঠকে সম্প্রতি 'মাওলানা' সাহেব বলেছেন। 'তবে হ্যাঁ, একটু-আধটু সহিংসতার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।' 'সেরকম কী প্রস্তুতি আপনারা নিয়েছেন?' ম্যাডাম স্মিত হেসে 'মাওলানা' সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'ঈনশাল্লাহ, পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় চালান ইতিমধ্যে বার্মা সীমান্ত দিয়ে কক্সবাজার আমাদের কর্মীদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আমরা ক্ষমতা ছাড়ার আগে বাকী চালান গুলি ও এসে পড়বে আশা করছি,' প্রত্যয়ী কণ্ঠে 'মাওলানা' জবাব দিলেন।

ছয়ঃ

চার মাস পরের কথা।

গতকাল সারা দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সহিংসতা হয়েছে, তবে 'একটু-আধটু' নয়, বিশাল আকারে। হাজারের কাছাকাছি মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগ নিরীহ ভোটার। বেশ কয়েকজন নারী, শিশু ও রয়েছে। বেশিরভাগ সহিংসতার উৎপত্তি হয়েছে জাল ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্যাডার ও সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া এবং বেশ কিছুক্ষেত্রে অন্তর্দলীয় কোন্দলের মাধ্যমে। প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামানের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে ও এরকম সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যদি ও বিজয় নিশ্চিত করতে স্বয়ং রাজধানী থেকে এসেছিল তাঁর দলের শ' খানেক ক্যাডার, 'মাওলানা' সাহেব চট্টগ্রাম থেকে ও সাপ্লাই দিয়েছেন অন্তত জন পঞ্চাশের মত জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত ক্যাডার। রাত ঠিক আটটায় অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনাটি ঘটে। নুরুজ্জামান ইতিমধ্যে বিজয়ের আবাস পেয়ে মোটামোটি একটু রিলাক্সড মুডে বসেছিলেন লেক্সাসে। গাড়িটি ছিল মেইন রাস্তার এক পাশে পার্ক করা। গাড়িতে পেছনের সিটে নুরুজ্জামানের সাথে দুপাশে বসা ছিলেন স্ত্রী উদিতা এবং মেয়ে রিমঝিম। কয়েকজন স্থানীয় নেতা-কর্মী নুরুজ্জামানের গাড়ি বেষ্টিন করে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ করে বিশ ফিট দূরে একটি কালো মাইক্রোবাস এসে থামলে তিন-চারজন মুখোস পরিহিত যুবক অতর্কিতে নেমে নুরুজ্জামানের গাড়ির দিকে ছুটে আসে। একজন দূর থেকে নুরুজ্জামানকে উদ্দেশ্য করে গালি দেয়, 'মন্ত্রীর বাচ্চা, আজ এখানেই তোরা জানাজা পড়া হবে।' নুরুজ্জামানের গাড়ীর চালক এবং অভিজ্ঞ ড্রাইভার কাশেম বিপদ আঁচ করতে পেরে দ্রুত গাড়ী পুল আউট করে (এরকম দু'একটি অভিজ্ঞতা তার এর আগে ও হয়েছে)। কিন্তু ততক্ষণে মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে। নুরুজ্জামানকে লক্ষ করে মুখোস পরিহিত যুবকদের পিস্তলের একটি গুলি সরাসরি এসে রিমঝিমের বুকে লাগে। উদিতা চীৎকার করে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। হতবিহবল নুরুজ্জামান ঢাকাতে ফোন করলে বিশ মিনিটের মধ্যে একটি আর্মি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার স্থানে এসে পৌঁছায়। রিমঝিমকে সরাসরি রাজধানীর এপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বে ও রিমঝিমের শেষ রক্ষা হয়নি। গুলিটি সরাসরি রিমঝিমের হৃদপিণ্ড ভেদ করে গেছে। ঘড়িতে তখন রাত এগারটা। টিভিতে ঘোষিত হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল হিসেব অনুযায়ী,

প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে পাঁচ হাজার দুই শত ভোট বেশি পেয়ে আবার ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সাতঃ

পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

রিমঝিমের কক্ষে একা একা পায়চারী করছেন নুরুজ্জামান। রিমঝিমের পড়ার টেবিলটি জানালার একেবারে পাশে। সেখানে চার-পাঁচটা বই, নোট বুক, ক্রেয়ন, ছড়ানো রয়েছে। দেয়ালে সাঁটা রয়েছে রিমঝিমের আঁকা অনেকগুলি ছবি। একটির টাইটেলে লেখা রয়েছে 'পহেলা বৈশাখ।' দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে নাগরদোলায় দোল খাচ্ছে। আরেকটা ছবিতে দুই পাহাড়ের মাঝখানে সূর্যাস্তের দৃশ্য। অন্য আরেকটি ছবিতে একজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একটি ছোট মেয়ে জংগলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রিমঝিম টাইটেলে লিখেছে 'বাপি, মামণি এবং আমি, সুন্দরবন, খুলনা।' নোটবুক গুলো নাড়াচাড়া করার সময় হঠাৎ নুরুজ্জামানের চোখ পড়ল একটি বিশেষ টাইটেলের দিকে। 'রিমঝিম'স পারসোনাল গ্রোডিং বুক। প্রথম পাতার উপরে বড় করে লেখা রয়েছে 'বাপি।' অতঃপর মাসের নাম এবং তারিখ। সেখানে কোথাও ক্রস, কোথাও বা স্টার চিহ্ন দেয়া রয়েছে। একইরকম টাইটেলে আরেক পাতায় লেখা আছে 'মামণি', এবং অন্যপাতায় 'রিমঝিম'। এর বাইরে একটি আলাদা পাতার টাইটেলে লাল-সবুজ পতাকার ছবি আঁকা এবং তাতে লেখা রয়েছে 'বাংলাদেশ।' গত পরশুদিন অর্থাৎ নির্বাচনের ঠিক আগেরদিন(যেদিন রিমঝিম সর্বশেষ নোটবুক লিখেছিল) নোটবুকটির একবছর পূর্ণ হয়েছে। নুরুজ্জামান এক নিঃশ্বাসে প্রতিটি পাতার স্টার ও ক্রসের সংখ্যা গুনতে লাগলেন। নোটবুক লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বিগত ৩৬৫ দিনে রিমঝিম বাপিকে ক্রস দিয়েছে ২৫০টি, স্টার ১১৫টি; মামণিকে ক্রস দিয়েছে ৫০টি, স্টার ৩১৫টি; এবং নিজের পাতায় রিমঝিম ক্রস দিয়েছে ১০০টি, স্টার ২৬৫টি। নুরুজ্জামান অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, লাল-সবুজের বিশেষ পাতাটিতে একটা ও ক্রস চিহ্ন নেই। রয়েছে কেবলই স্টার, মোট ৩৬৫টি। চোখ বন্ধ করে রিমঝিমের বিছানায় বসে পড়লেন নুরুজ্জামান। তাঁর মাথা ঘুরছে। অপমানে নয়, বরং পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানিতে। সারা জীবনের অর্জন সত্ত্বে ও নিখাঁদ দেশপ্রেমের পরীক্ষায় তাঁকে হার মানতে হল আট বছর বয়সী তাঁরই মেয়ের কাছে। নুরুজ্জামান তখনই মনস্তির করলেন- আর নয়, অনেক হয়েছে।

রিমঝিমের পড়ার টেবিলেই তিনি দলের চেয়ারপারসনের বরাবরে এমপি পদ থেকে তাঁর পদত্যাগপত্রের খসড়াটি তৈরী করলেন। 'যুবরাজে'র কাছে ও পদত্যাগপত্রের একটি কপি পৌঁছাবেন বলে ঠিক করলেন।

আটঃ

বিশেষ ভবনে নিজ কক্ষে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন 'যুবরাজ।' তাঁর চোখ স্থির হয়ে আছে নুরুজ্জামানের পদত্যাগপত্রের দিকে। *নুরুজ্জামান কে দিয়ে আর কিছুই হবে না।* আপন মনে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন 'যুবরাজ।' *টু ডিল উইথ এ ক্রিমিনাল, যু হ্যাভ টু বি ওয়ান।*

নুরুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহন করলেন তিনি।

নিউ ইয়র্ক
অক্টোবর ১৩, ২০০৬